জনমত গঠন ও আদর্শবাদী আন্দোলন

নূরুযযমান

জনমত গঠন
ও
আদর্শবাদী আন্দোলন

নুরুযযমান

www.pathagar.com

প্রকাশনায় ঃ
নূরুযযমান
৭১, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা,
ঢাকা—১

রবিউল আউয়াল-১৪০৪
পৌষ—১৩৯০
ডিসেম্বর—১৯৮৩

বিনিময় ঃ তিন টাকা মাত্র

মুদ্রণে ঃ
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন, ঢাকা।

প্রচ্ছদ ঃ আর, ইউ, আহাম্মদ (রইছ)

www.pathagar.com

ইসলামের পুনর্জীবন ছিল যাদের দিনরাতের স্বপ্ন এবং যাদের বুকের তাজাখুনে রঞ্জিত হয়েছে আমাদের পৃথিবী আমি সেসব শহীদের অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। আমি আরও শ্রদ্ধা জানাই ইসলামী জনমত গঠন করার জন্য যে তরুণ বীর আবদুল মালেক প্রথম শহীদ হয়েছেন এ দেশে—তার অমর স্মৃতির প্রতি।

www.pathagar.com

প্রথম কথা

আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণী।
'জনমত গঠন ও আদর্শবাদী আন্দোলন' দিনের আলো দেখতে পেল। আদর্শের প্রচার, সম্প্রসারণ এবং সমাজ জীবনে তার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমার এ প্রচেষ্টা খুব নগন্য।

ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গী সাথীগণ এ নিবন্ধ থেকে সামান্য উপকৃত হলে আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সার্থক হল মনে করব। আল্লাহ আমার এ মনোবাঞ্ছনা পূর্ণ করুন।

আমীন।।

নুরুষযমান
১৪০৪ হিজরী
রমযান ২৪

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জনমত গঠন ও আদর্শবাদী আন্দোলন

আমাদের বিশ্ব জনমতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জনমত যা গ্রহণ করে তা সমাজ জীবনে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জনমত যা বর্জন করে তা সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত থাকতে ব্যর্থ হয়। সরকারের ভাঙ্গা-গড়া, জাতির উত্থানপতন এবং সামাজিক আচার ব্যবহারের আত্মপ্রকাশ এবং বিলুপ্তির মূলে জনমতের সক্রিয় অবদান রয়েছে। জনমত যে শক্তির উৎস তা আজ সর্বজন স্বীকৃত। 'বন্দুকের নল দিয়ে ক্ষমতা আসে' এ থিওরিতে যারা বিশ্বাস করেন তারাও বন্দুক ব্যবহার করে ক্ষমতা লাভ করার জন্য জনমতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। জনমত বন্দুক ব্যবহারের বিরোধী হলে বন্দুক ব্যবহার করা যাবে না এবং ক্ষমতাও অর্জন করা যাবে না।

এ পটভূমি থেকে আমাদের রাজনৈতিক সমস্যা পর্যালোচনা করলে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে যে, রাষ্ট্রশক্তি করায়ত্ব করার সংগ্রামের ক্ষেত্রে জনমতের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। জনমত গঠন, তার সঠিক ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রের উপর নির্ভর করে রাজনৈতিক আন্দোলনের সফলতা। তাই বিশ্বের উন্নত দেশগুলো জনমতকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করার জন্য বিভিন্ন কলাকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে। উন্নত দেশগুলোতে জনমত জরীপ করার জন্য সংস্থা রয়েছে। এ সব সংস্থা জরীপের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তি, দল বা প্রতিষ্ঠান জনসমর্থনের লেভেল নির্দ্ধারণ করে নিজস্ব টারগেট ও ষ্ট্রাটেজী রচনা করেন। টারগেট ও ষ্ট্রাটেজী নিরূপণ করার সময় শুধুমাত্র নিজের বা নিজের প্রতিষ্ঠানের অবস্থান এবং কর্মসূচীর প্রতি জনসমর্থন কতটুকু রয়েছে শুধু তাই জরীপ করা হয় না বরং প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্তি সামর্থ্যের সঠিক পর্যালোচনা এবং তার প্রতি জনসমর্থন কোন্ পর্যায়ে রয়েছে তারও যথাযথ মূল্যায়ণ করা হয়।

কোন বিশেষ লক্ষ্য অর্জন করার জন্য দুটা পদ্ধতির একটা বেছে নেয়া যেতে পারে। টারগেট সময় নির্দ্ধারণ করে লক্ষ্য অর্জন করার জন্য প্রয়োজনীয় জনশক্তি এবং উপায় উপকরণ কাজে নিয়োজিত করতে হয়। যদি টারগেট সময়ে লক্ষ্য অর্জন করার জন্য প্রয়োজনীয় জনশক্তি ও উপায় উপকরণ সময়মত কাজে লাগান সম্ভব না হয়, তাহলে নিজের শক্তি ভালভাবে যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে,

www.pathagar.com

লক্ষ্য অর্জন করার জন্য যে জনশক্তি ও উপায় উপকরণের প্রয়োজন তা কতদিনে হাসিল করা যাবে। বলাবাহুল্য এ পদ্ধতিতে অগ্রসর হলে প্রয়োজনীয় জনশক্তি ও উপায় উপকরণ সংগ্রহ করার টারগেট ঠিক করে 'লক্ষ্য' অর্জনের টারগেট ঠিক করতে হয়। প্রয়োজনীয় জনশক্তি ও উপায় উপকরণের অভাবে নির্দিষ্ট সময়ে লক্ষ্য অর্জনের প্রোগ্রাম ব্যাহত হতে বাধ্য।

সময় নির্দ্ধারণ করার পর—জনমত গঠন করার স্ট্রাটেজী ঠিক করতে হয়। স্ট্রাটেজীর প্রারম্ভিক পর্যায় হল নির্দিষ্ট সময়ে লক্ষ্য অর্জন করার জন্য কখন বা কোন সময় থেকে অর্থাৎ নির্দ্ধারিত তারিখের কত পূর্ব থেকে জনমত গঠনের কাজ শুরু করতে হবে। বিলম্বে কাজ শুরু করলে 'জনমত'কে 'পিক' পয়েন্টে পৌছান সম্ভব নয়। আবার বেশী পূর্ব থেকে জনমত গঠন করা শুরু করলে লক্ষ্য অর্জনের তারিখ পর্যন্ত তাকে টিকিয়ে রাখা অসম্ভব। কারণ জনমত কখনও দীর্ঘস্থায়ী নয় এবং স্ট্যাটিকও নয়। জনমতের প্রকৃতি হল সদা পরিবর্তনশীল। গতকাল জনতার কাছে যে জিনিষের মূল্য খুব বেশী ছিল, আজ নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হবার কারণে তার কোন মূল্যই নাও থাকতে পারে। তাই কাল যে জনমত গঠিত হয়েছিল, তখনই তাকে কাজে ব্যবহার না করলে অর্থাৎ তার সাহায্যে লক্ষ্য অর্জন না করলে আজ তাকে কোন কাজে লাগান যাবে না। গতকাল জনমত গঠন করার জন্য যে শ্রম ও শক্তি ব্যয়িত হয়েছে তা আজ নিষ্ফল বিবেচিত হবে। কারণ জনমত গঠনের ময়দানে শুধু এক ব্যক্তি বা এক দলই থাকে না; তাতে অংশগ্রহণ করে বহুদল এবং বহু ব্যক্তি। প্রত্যেক দল তার নিজস্ব টারগেট, স্ট্রাটেজী, প্রোগ্রাম এবং জনশক্তি নিয়ে মাঠে হাজির হয়। প্রচলিত জনমতের উপর বিভিন্ন দিক এবং ফ্রন্ট থেকে চাপ সৃষ্টি করা হয় এবং এ চাপের ফলে জনমত ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য ঐতিহাসিক তথ্যের আশ্রয় নেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। ১৯৬৮ সনে সারা পাকিস্তানে 'শওকতে ইসলাম' দিবস পালিত হয়। মূলতঃ এ দিবসটি 'কমুনিজম, সেকুলারিজম, সোসালিজম, প্রভৃতির বিরুদ্ধে এক সাফল্যজনক অভিযান ছিল। পাকিস্তানের সর্বত্র জনগণের মধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া জেগে উঠে এবং ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েমের জোর দাবী জানায়। আদর্শবাদী দলগুলো 'শওকতে ইসলাম' দিবসের সাফল্যকে জনতার রায় হিসেবে গণ্য করে এবং তার ভিত্তিতে পরবর্তী নির্বাচনের কার্যসূচী প্রণয়ন করে। ১৯৭০ সনের সাধারণ নির্বাচনে

www.pathagar.com

আদর্শবাদী দলগুলো শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। অর্থাৎ 'শওকতে ইসলাম' দিবসের দ্বারা যে জনমতের সৃষ্টি হয়েছিল তা তখন কাজে লাগালে ফল লাভ করা যেত। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে জনমতে পরিবর্তন সাধিত হল এবং সেকুলার দলগুলো বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করল। 'শওকতে ইসলাম' দিবস এবং নির্বাচনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ছিল প্রচুর। প্রতিপক্ষ জনমতকে বিভ্রান্ত করে নিজেদের বিজয়-পথ রচনার দীর্ঘ অবকাশ পেয়েছিল।

১৯৫৪ সনে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে মুসলিম লীগ-বিরোধী দলসমূহ ঐক্যবদ্ধভাবে যুক্তফ্রন্ট নাম দিয়ে ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। যুক্তফ্রন্ট উপযুক্ত সময়ে মাঠে নেমেছিল। তারা বেশী পূর্বে বা বিলম্বে নির্বাচনী অভিযানে নামেনি। তারা এমন এক সময়ে নির্বাচনী অভিযানে মাঠে নেমে নিজেদের প্রোগ্রাম জনগণের সামনে পেশ করেছিল যে, মুসলিম লীগ শত চেষ্টা করেও যুক্তফ্রন্টের আক্রমণের প্রতিরোধ করতে পারল না। অর্থাৎ যুক্তফ্রন্টের আক্রমণের জবাব দেয়ার মত সময়, শ্রম এবং জনশক্তি মুসলিম লীগের হাতে ছিল না। মুসলিম লীগের জন্য যে সময় অপ্রচুর বিবেচিত হয়েছে তা যুক্তফ্রন্টের জন্য প্রচুর ছিল। যুক্তফ্রন্টের স্ট্রাটেজী সার্বিকভাবে চমৎকার ছিল। মুসলিম লীগ ঐতিহাসিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। মাত্র ৭ বছর আগে বৃটিশের গোলামী থেকে দেশ মুসলিম লীগের নেতৃত্বে স্বাধীনতা লাভ করেছে। মুসলিম লীগকে রাজনৈতিক মঞ্চে দৈত্য হিসেবে আখ্যায়িত করলে নবাগত যুক্তফ্রন্টকে 'লিলিপুট' বলা যেতে পারে। নিখুঁত স্ট্রাটেজীর কারণে 'লিলিপুট' 'দৈত্য'কে পরাজিত করে রাজনৈতিক প্যাটার্ন এর পরিবর্তন করে দিল। যুক্তফ্রন্ট মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক এবং আদর্শিক বুনিয়াদ সম্পর্কে তেমন বড়ভাবে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করল না। ফ্রন্ট আদর্শিক বুনিয়াদকে কোনরূপ চ্যালেঞ্জ করল না বা এ কথাও স্পষ্টভাবে বললনা যে, মুসলিম লীগ যে আদর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে তার বাস্তবায়ন হওয়া চাই বা মুসলিম লীগ তা করতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ যুক্তফ্রন্ট জানত যে আদর্শের পক্ষে জনমত গঠন করলে জনগণ মুসলিম লীগের পরিবর্তে 'যুক্তফ্রন্ট'কে বিকল্প নেতৃত্বের উপযুক্ত বিবেচনা করবে না। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার মধ্যে বক্তব্য যাই থাকুক না কেন ফ্রন্ট নেতৃত্ব মুসলিম লীগ সরকারের এমন কিছু কীর্তিকলাপ যা আংশিক সত্য এবং আংশিক কল্পিত ছিল জনগণের সামনে এক অভিনব টেকনিকে

www.pathagar.com

পেশ করে জনগণের কাছে মুসলিম লীগকে 'একসপোজ' করে দিল। বর্তমান ঢাকা নগরীতে যে বিল্ডিং-এ পি, জি, হাসপাতাল অবস্থিত তা মুসলিম লীগ সরকার এক আবাসিক হোটেলের জন্য নির্মাণ করেন। বর্তমানকালে এ ধরনের বিল্ডিং-এ ঢাকা নগরীর তৃতীয় শ্রেণীর হোটেলও চলছে। নতুন দেশ, নতুন সরকার। বিদেশী মেহমানদেরকে রাখবার জন্য এটা ছিল একমাত্র ব্যবস্থা। যুক্তফ্রন্টের নেতৃবর্গ মেসার্স সোহরাওয়ার্দী, ফজলুল হক, ভাসানী প্রমুখ ভালভাবে জানতেন যে এ ধরনের একটা হোটেল দেশের জন্য অত্যাবশ্যক। কিন্তু নির্বাচনের রাজনীতি, মুসলিম লীগকে হেয় করা এবং জনগণকে উত্তেজিত করে লক্ষ্য অর্জনের জন্য ফ্রন্ট নেতৃবর্গ প্রচার করলেন: কুখ্যাত মুসলিম লীগের কুকীর্তি: কোটি টাকা ব্যয় করে বিলাস বহুল হোটেল শাহবাগ তথা শাদ্দাদের বেহেশত নির্মাণ। তথাকথিত বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক সৈনিক, সাপ্তাহিক ইত্তেফাক প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বেনার হেড লাইনে এ ধরনের আরও অর্ধসত্য, সিকি সত্য সংবাদ ছেপে দেশের আনাচে কানাচে বিলি করা হল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশ পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার জন্য দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে আবদ্ধ থাকে। পাকিস্তানের বিশেষ ভৌগলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের সম্ভাব্য আক্রমন থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। বলা-বাহুল্য দেশ স্বাধীন হওয়ার সাথে পাকিস্তান এ ধরনের চুক্তি স্বাক্ষর না করলে ভারত হায়দরাবাদের মত পূর্ব পাকিস্তানও দখল করে নিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম সুহৃদ হিসাবে জনাব সোহরাওয়ার্দী এটা ভালভাবে বুঝতেন এবং তিনি এটাও জানতেন যে, নির্বাচনে তিনি সাফল্যমন্ডিত হলে পাক-মার্কিন চুক্তি তিনি বাতেল করবেন না বরং তা আরও সুদৃঢ় করার জন্য চেষ্টা করবেন। সম্ভবতঃ নির্বাচনের পূর্বে তিনি মার্কিন দোস্তদেরকে এ অঙ্গীকারও দিয়েছিলেন। অন্যথায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাঁকে নির্বাচনে সাহায্য করত না। কিন্তু জনগণের সমর্থন হাসিল করার জন্য প্রচার অভিযান পরিচালনা করলেন। পত্র-পত্রিকায় ফলাও করে ছাপা হল: পাক-মার্কিন চুক্তি: স্বাধীনতা বিলিয়ে দেয়ার জঘন্য ষড়যন্ত্র। জনগণ মনে করল মুসলিম লীগ তাদেরকে ইংরেজ ও হিন্দুদের গোলামী থেকে উদ্ধার করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট দেশকে বন্ধক দিয়ে দিয়েছে। সদ্য আজাদী প্রাপ্ত মানুষের সেন্টিমেন্ট যে খুব প্রবল হবে তা বলাবাহুল্য। জনগণ মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ক্ষেপে গেল। সোহরাওয়ার্দী ও ভাসানী

www.pathagar.com

সাহেব ছিলেন মাষ্টার স্ট্রাটেজিষ্ট। তাঁরা বুঝতেন কোন্ কথা বললে, কোথায় হিট দিলে জনগণ ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত হবে। মুসলিম লীগ আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারল না। কেন পারল না তা আমাদের বুঝতে হবে।

এক, মুসলিম লীগের জনশক্তি যুক্তফ্রন্টের জনশক্তির তুলনায় অনেক কম ছিল। দুই, যুক্তফ্রন্টকে চ্যালেঞ্জ করা বা জনগণের কাছে নতুন 'থিম' পেশ করার জন্য পর্যাপ্ত সময় মুসলিম লীগের হাতে ছিল না। নির্বাচনী অভিযান পরিচালনা করার জন্য যুক্তফ্রন্টের কাছে যে সময় পর্যাপ্ত বিবেচিত হয়েছে তা মুসলিম লীগের জন্য অপর্যাপ্ত ছিল।

কোন নির্দিষ্ট সময়ে জনমত গঠন করার জন্য যে শ্রম, সময় ও অর্থব্যয় করা হয় তা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হবে যদি জনমতকে তখন কাজে লাগান না যায়। জনমতকে কখনও সঞ্চয় বা রিজার্ভ করে রাখা যায় না। একে প্রবহমান ঝর্ণার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। ১৯৫৪ সনের নির্বাচনে জনাব সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পাক-মার্কিন চুক্তির বিপক্ষে রায় দিল। কিন্তু তার মাত্র দু বছর পর সোহরাওয়ার্দী সাহেব যখন ক্ষমতাসীন হলেন তখন তাঁর নেতৃত্বে জনগণ পাক-মার্কিন চুক্তির পক্ষে রায় দিল। তাই দেখা যাচ্ছে যে '৫৪ সনের জনমত '৫৬ সনে কোন কাজে লাগছে না। আরও বুঝা যাচ্ছে যে, সুপার্ভ টেকনিক ও স্ট্রাটেজীর কারণে এক ব্যক্তি দুই ভিন্ন সময়ে পরস্পর বিরোধী জনমত গঠন করতে সক্ষম। আরও স্পষ্ট হচ্ছে যে জনগণ কখন কি রায় দিয়েছে এবং অতীতের রায়ের সাথে বর্তমানের রায় সঙ্গতি সম্পন্ন কি না তা তারা তলিয়ে দেখেনা।

জনমত গঠনের প্রতিযোগিতায় এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে তারা সফল কাম হবে যারা প্রতিষ্ঠিত শক্তিকে চাতুর্যের সঙ্গে আক্রমণ করবে, আক্রমণ প্রতিরোধ করার বা প্রতি-আক্রমণ করার সুযোগ প্রতিদ্বন্দ্বিকে প্রদান করবে না এবং স্থূল জিনিষের মাধ্যমে এমনভাবে জনগণকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করে রাখবে যাতে জনগণ তাদেরকে নিজেদের পরম সুহৃদ মনে করতে পারে। প্রতিদ্বন্দ্বিকে চাতুর্যের সঙ্গে আক্রমণ করার অর্থ হল প্রতিদ্বন্দ্বির প্লান, প্রোগ্রাম এবং নেতৃত্বের দুর্বলতম দিকগুলো অনুসন্ধান করে জনগণের সামনে সেগুলো এমন হেকমতের সাথে পেশ করতে হবে যাতে জনগণের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার —ঘৃণা, উত্তেজনা—সৃষ্টি হয়। প্রোগ্রামের দুর্বলতার চেয়ে নেতৃত্বের

www.pathagar.com

দুর্বলতাকে জনগণ অধিকতর মন্দ বিবেচনা করে। প্রতিদ্বন্দ্বি প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ সরকারী দল হলে গণতান্ত্রিক পরিবেশে ঘায়েল করা সহজ। নেতৃত্বের দোষত্রুটি, দুর্নীতি এবং বিভিন্ন প্রোগ্রামের ব্যর্থতা জনগণের সামনে সহজে তুলে ধরা যেতে পারে। প্রতিদ্বন্দ্বি বেসরকারী হলে তাকে ঘায়েল করা কঠিন। খুব অংক কষে হিসাব করে অগ্রসর না হলে এধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিকে মোকাবেলা করা কঠিন হয়। বেসরকারী প্রতিদ্বন্দ্বিকে মোকাবেলা করতে হলে খুব গভীর ভাবে গবেষণা করে কর্মসূচী প্রণয়ন করতে হবে। দলের কার্যকরী পরিষদের এক দিন বা দুদিন ব্যাপী পরিষদে আলোচনা-সমালোচনা করে এ ধরনের কর্মসূচী প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। সমাজ বিজ্ঞানী (Sociologist) এবং পলিটিক্যাল স্ট্রাটেজীস্টের দ্বারা গঠিত গবেষণা বিভাগের দ্বারা সুচিন্তিত ভাবে কর্মসূচী প্রণয়ন করতে হবে। কর্মসূচীর ফাইনাল শেপ দেয়ার পূর্বে জনগনের প্রতিক্রিয়া জানবার জন্য প্রোগ্রামের দু'একটা পয়েন্ট পত্র পত্রিকার মাধ্যমে পেশ করতে হবে। প্রোগ্রামের নেগেটিভ দিকগুলো সরাসরি পার্টির পক্ষ থেকে বা জনগণের পক্ষ থেকে বা উভয়ের পক্ষ থেকে প্রচার করা যেতে পারে। পার্টিকে গোপন রেখে প্রচার করা লাভজনক হবে কিনা তাও গবেষণা বিভাগ কর্তৃক প্রতিক্রিয়া যাচাই করে নির্দ্ধারণ করতে হবে। এখন প্রশ্ন হল দ্বন্দ্ব যদি ত্রিপাক্ষিক বা চতুর্পাক্ষিক হয় এবং তার মধ্যে সরকারী দলও সামিল থাকে তা হলে প্রোগ্রাম কিভাবে রচনা করতে হবে? আক্রমণের টারগেট কাকে করতে হবে? সরকারী দলকে আক্রমণের টারগেট করলে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর জয়লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারী দলের সমালোচনা ততটুকু করতে হবে যতটুকু না করলে সাধারণ মানুষ সে দলটিকে সরকারী দলের সাথে ব্রাকেটেড করে ফেলতে পারে। যে দলকে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করা হবে সে দলের বিরুদ্ধে আক্রমণ অভিযান পরিচালনা করতে হবে। শুধু তাই নয় শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বিকে তার নিজস্ব ক্ষেত্রে দুর্বল করার জন্য এমন সব দলের সন্ধান করতে হবে যে সব দল উক্ত পার্টির অনুরূপ প্রোগ্রাম ও কর্মসূচী অনুসরণ করে। শক্তিশালী পার্টির সাথে যাতে তাদের কোনরূপ ঐক্যমত সৃষ্টি না হয় সে দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। মেজর দলকে ঘায়েল করার জন্য প্রয়োজন বোধে এ ধরনের 'মাইনর' দলের সাথে গোপন যোগাযোগ রাখতে হবে। এবং বলতে হবে সংগ্রাম তাদের বিরুদ্ধে নয় বরং 'মেজর' দলের বিরুদ্ধে এজন্য যে, স্বার্থপর বা দুর্নীতি পরায়ণ নেতা হিসেবে তারা জনগনের শ্রদ্ধা পাওয়ার উপযুক্ত নয়।

www.pathagar.com

প্রতিদ্বন্দ্বির প্রোগ্রাম বা নেতৃত্বের দোষ বর্ণনা মাত্রাধিক না হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বির দোষ বর্ণনার দ্বারা জনগণের কাছে তাকে পরিচিত করান হয়। তাই নেগেটিভ প্রোগ্রাম কিভাবে পেশ করতে হবে সে সম্পর্কে সঠিক গবেষণা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। নেগেটিভ প্রোগ্রামে যে সময় দেয়া হবে তা যেন কখনও পজিটিভ প্রোগ্রামের সময় থেকে বেশী না হয়।

পজিটিভ প্রোগ্রাম যাই হোক না কেন তা জনগণের সামনে কিভাবে পেশ করতে হবে তার চিন্তা প্রোগ্রাম রচনার চিন্তার চেয়ে কোন অংশে কম গুরুত্বের অধিকারী নয়। আমাদের দেশে বিভিন্ন কোম্পানী সাধারণ প্রসাধনী দ্রব্য যথা তেল, সাবান, পাউডার প্রভৃতি তৈরী করে থাকে। গুণাগুনের দিক থেকে সব ক'টি প্রায় কাছাকাছি মানের হলেও বাজারে তাদের চাহিদা বিভিন্ন এবং এ বিভিন্নতার জন্য দায়ী কোম্পানীর প্রচার অভিযান। এ সব কোম্পানী নিজেদের জিনিষকে জনগণের কাছে পেশ করার জন্য বিভিন্ন ধরণের টেকনিক অবলম্বন করে থাকে। শিল্প দ্রব্যকে জনগণের কাছে প্রিয় করে তোলার জন্য স্পেশালাইজড এজেন্সি রয়েছে কিন্তু রাজনৈতিক 'পন্য' মানুষের কাছে পপুলার করার জন্য এরূপ কোন প্রতিষ্ঠান নেই। তাই সমস্যা জটিল আকার ধারণ করেছে। পরিবেশনের ত্রুটির জন্য উৎকৃষ্ট রাজনৈতিক 'পণ্য'—তথা প্রোগ্রাম জনগণের কাছে গৃহীত হয় না। অর্থাৎ জনগণের হৃদয়গ্রাহী করে পরিবেশন না করার কারণে এ ধরণের প্রোগ্রামের পক্ষে জনমত গঠিত হয় না। অবশ্য ইউরোপ আমেরিকায় বিভিন্ন ধরণের স্পেশালাইজড এজেন্সী রাজনৈতিক দল এবং নেতাদেরকে নির্বাচনী অভিযানে সাহায্য করে থাকেন। তাঁরা জনগণের মন মানষিকতাকে সামনে রেখে প্রচার অভিযানের স্ট্রাটেজী স্থির করেন। ফ্রান্সের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ফ্রান্সোয়া মিতোরা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর প্যারিসের পোষাক নির্মাতাগণ দাবী করলেন প্রেসিডেন্টের নির্বাচনে তাদের অবদান রয়েছে। নির্বাচনের সময় প্রেসিডেন্টের জন্য তারা এমনভাবে পোষাক তৈয়ার করেছেন যাতে তার ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠে এবং তিনি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন।

নির্বাচন অভিযানে জনগণ লম্বা বক্তৃতা শুনতে এবং সুদীর্ঘ ম্যানিফেষ্টো পড়তে প্রস্তুত নয়। সুদীর্ঘ বক্তৃতা এবং ম্যানিফেষ্টো সমাজ বিজ্ঞানী এবং আগ্রহী শিক্ষকদের চিন্তাভাবনা ও গবেষণার উত্তম খোরাক হতে পারে কিন্তু নির্বাচনী তরী পার হওয়ার জন্য তা কোনরূপ ভরসার যোগ্য বস্তু নয়। ম্যানিফেষ্টো এবং বক্তৃতা এমন

www.pathagar.com

ভাবে তৈয়ার করতে হবে যাতে জনগণ সহজে মনে রাখতে পারে এবং সহজে তার চর্চা হতে পারে। বিষয়বস্তু দীর্ঘ হলে সহজে একজন অপর-জনকে বলতে পারবে না।

বিগত সত্তুরের নির্বাচনে পূর্বপাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামী শক্তিশালী ছিল। তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশের জনগণ ইসলাম পন্থী। ইসলামের কোনরূপ ক্ষতি হোক তা দেশের মানুষ কখনও চায় না। ক্ষেত্রের দিক থেকে বিবেচনা করলে ইসলাম পন্থী জামায়াতে ইসলামী সেকুলার পন্থী আওয়ামী লীগের চেয়ে অধিক সুযোগের অধিকারী ছিলেন। বক্তার সংখ্যা ও গুনের দিক থেকে জামায়াতে ইসলামীর স্থান অগ্রে ছিল। বইপত্র ও নির্বাচনী প্রচার পত্রের সংখ্যার দিক থেকে জামায়াতে ইসলামীর সাথে কোন দলের তুলনা করা চলে না। আওয়ামী লীগের সংগঠন গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ ব্যাপারে এবং অর্থনৈতিক উপায় উপকরণের ক্ষেত্রে জামায়াতে ইসলামী আওয়ামী লীগের পেছনে ছিল। এসব তথ্যের ভিত্তিতে বিবেচনা করলে নির্বাচন ফল আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামীর সমান সমান বা দুই তৃতীয়াংশ এবং এক তৃতীয়াংশ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরংকুশ জয়লাভ করল। এ জয়লাভের অনেক কারণ রয়েছে যার আলোচনা করা বর্তমান নিবন্ধের বিষয়বস্তু নয়। তবে আওয়ামী লীগের নির্বাচন স্ট্রাটেজী খুব সবল, সুচিন্তিত এবং গবেষণা প্রসূত ছিল। তাদের ম্যানিফেস্টো রচনা করেছেন দূরদর্শী এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অধিকারী লোকেরা। ছয় দফা কোন লম্বা বক্তব্য ছিল না, কিন্তু নির্বাচন অভিযানে আওয়ামী লীগের বক্তাগণ ছয় দফার চেয়েও কম বক্তব্য জনগণের সামনে পেশ করেন। ছয় দফার দফাওয়ারী বিশ্লেষণ আওয়ামী লীগ জনসভায় করেনি। বিশ্লেষণের ঝামেলায় না গিয়ে তারা বলেছেন ঃ পূর্ব বাংলার শোষণ বন্ধ করতে হবে ছয় দফার মাধ্যমে জনগনের পক্ষে গুনে গুনে ছয় দফা মনে রাখা এবং একজনের কাছ থেকে অন্য জনের কাছে পেশ করা সহজ হতনা। কিন্তু 'ছয় দফার মাধ্যমে শোষণ বন্ধ করতে হবে' কথাটা সহজে গ্রামে গঞ্জে মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে গেল।

আওয়ামী লীগের নেগেটিভ প্রোগ্রাম সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। আওয়ামী লীগের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামীকে ঘায়েল করার জন্য আওয়ামী লীগ যে প্রোগ্রাম অনুসরণ করল তা খুবই প্রণিধানযোগ্য। জামায়াতে ইসলামীর প্রোগ্রামের ভাল মন্দ গুনাগুন

www.pathagar.com

বিচার বিশ্লেষণ করার দিকে আওয়ামী লীগ অগ্রসর হল না। কারণ এধরনের আলোচনায় জড়িয়ে পড়লে জামায়াতে ইসলামী লাভবান হবে। তাই আওয়ামী লীগ ভিন্ন পথ অবলম্বন করে বক্তব্য রাখল ঃ জামায়াতে ইসলামীর নেতা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী পাঞ্জাবের লোক। জামায়াতকে ভোট দেয়ার অর্থ হল পাঞ্জাবকে ভোট দেয়া। এ কথার পক্ষে আওয়ামী লীগ কোনরূপ দলিল প্রমাণ পেশ করে নিজেদের সময় নষ্ট করতে চাইল না। জামায়াতের গোটা ইসলামী প্রোগ্রামের দিকে যাতে মানুষ না ঝোঁকে তার জন্য শেখ মুজিবর রহমান ঘোষণা করলেন ঃ ইসলাম জামায়াতে ইসলামীর মনোপলি নয়। আমাকে ভোট দিলে ইসলাম আরও শক্তিশালী হবে। আমি ন্যায় ইনসাফ কায়েম করব। তখন জনগণ প্রশ্ন করেনি ঃ আওয়ামী লীগ কি ভাবে ইসলাম চায় বা ইসলামী ন্যায় ইনসাফ কিভাবে কায়েম করবে? প্রশ্ন করা জনগণের কাজ নয়। জনগণকে শিখিয়ে না দেয়া পর্যন্ত প্রশ্ন করে না। মোট কথা প্রচার হতে লাগল ঃ আওয়ামী লীগ শোষণ বন্ধ করতে চায় এবং ইসলামও চায়।

আওয়ামী লীগের ঘরোয়া বৈঠকগুলোর স্ট্রাটেজী অন্যরূপ ছিল। গ্রামের ইসলামপন্থী ও প্রবীনদেরকে ঘরোয়া বৈঠকে তাঁরা বলতেন ঃ তাঁরা ইসলামের বিরোধী নন বরং শোষণের অবসানের মাধ্যমে ইসলামকে সুদৃঢ় করবেন। গ্রামের যুবকদেরকে আকৃষ্টিত করার জন্য বলতেন ঃ জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতাসীন হলে দেশের সাহিত্য সংস্কৃতি মরুভূমিতে পরিণত হবে। জামায়াত নাচ গান বন্ধ করে দিবে, নৌকা বাইচ ঘোড়ার দৌড় প্রভৃতি নিষিদ্ধ করবে। সমাজ বিরোধীদের সাহায্য সহযোগিতা লাভ করার জন্য বললেন, জামায়াত ক্ষমতাসীন হলে মদ বন্ধ করবে, মদ খেলে বেত্রাঘাত করবে, চুরি করলে হাত কেটে ফেলবে। যেনা-ব্যভিচার করলে পাথর নিক্ষেপ করে ব্যভিচারকারী এবং ব্যভিচারকারীনীকে মেরে ফেলবে। হিন্দু ভোটারদেরকে বললেন ঃ জামায়াতে ইসলামী ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে দেশে হানাহানি কাটাকাটি শুরু করে দিবে। বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রুপের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে ইত্যাদি।

জামাযাতে ইসলামীর নির্বাচনী ম্যানিফেষ্টো সুলিখিত ও বিস্তারিত ছিল। জামায়াত ক্ষমতাসীন হলে যে যে কাজ করত তার প্রায় সব কিছু তাতে স্থান পেয়েছিল। কোন আইন পরিষদের প্রথম অধিবেশনে পার্টির পক্ষ থেকে এ ধরনের বক্তব্য রাখলে পার্লামেন্ট সদস্যগণ তাদের মত তাতে ব্যক্ত করতে সক্ষম হতেন। সাধারণ মানুষ এ

www.pathagar.com

প্রোগ্রাম বুঝার ক্ষমতা রাখে না এবং নির্বাচনের সময় এ ধরনের কর্মসূচী বুঝবার চেষ্টাও করে না। দেশের শিক্ষিত সমাজের ছোট এক অংশ যারা 'সিরিয়াস' পাঠক হিসাবে খ্যাত একমাত্র তারা জামায়াতের সুদীর্ঘ ও সুবিস্তারিত ম্যানিফেস্টো পড়ে রায় কায়েম করতে সক্ষম। তাই জামায়াতে ইসলামীর ম্যানিফেস্টোর বক্তব্য জনগণের মুখে মুখে গ্রামেগঞ্জে প্রচারিত হল না।

জামায়াতের নির্বাচনী স্ট্রাটেজির লক্ষ্য ছিল জনগণের কাছে জামায়াতের প্রোগ্রাম তুলে ধরা, প্রতিদ্বন্দ্বীর বক্তব্য খন্ডন করা। একাজ জামায়াত জনসভার মাধ্যমে সমাধা করেছে। প্রতিদ্বন্দ্বির বক্তব্য খন্ডন করতে অর্দ্ধেক বা দুই তৃতীয়াংশের সময় জামায়াত নিয়েছে। বাকী সময়টুকু জামায়াত নিজের বক্তব্য পেশ করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রমও হয়েছে। দুই তিন ঘন্টা ব্যাপী অনুষ্ঠিত জনসভায় জামায়াত বিস্তারিত বক্তব্য পেশ করেছে এবং ঠিক সে সময়ে আওয়ামী লীগ সংক্ষিপ্ত ভাষণের মাধ্যম ২/৩ টা জনসভা করেছে। স্ট্রাটেজির দাবী ছিল যে, জনগণের মনে জামায়াত এ কথা অংকিত করে দিবে যে, এদেশে ইসলাম বিপন্ন। প্রতিদ্বন্দ্বিদের আক্রমণে ইসলাম ক্ষত বিক্ষত, যারা নাচ গান অপরাধ অনাচার প্রভৃতিতে লিপ্ত তারা ক্ষমতাসীন হলে মানুষের অমঙ্গল সাধিত হবে। তারা জনগণের দেয় তহবিল তছরূপ করবে এবং এ বিপদ সংকুল পরিস্থিতিতে একমাত্র জামায়াতই ইসলামের মাধ্যমে জনগণকে শোষণ মুক্ত করতে পারবে বা আরও একটু অগ্রসর হয়ে জনগনের মনে একথা প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন ছিল যে, জামায়াতকে সমর্থন না করলে দেশ ও ধর্ম উভয়টাই বিপন্ন হবে। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক জামায়াত এ কথা জনগণের মনে অংকিত করতে পারেনি বরং ইসলামী জনগণের একাংশ জামায়াতকে অতীতের ইসলামী শ্লোগান সর্বস্ব দলের মত মনে করেছে। তাই ইসলামের জন্য দরদ থাকা সত্ত্বেও তারা জামায়াতে ইসলামীকে সমর্থন করেনি বা নির্বাচনী যুদ্ধে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে।

স্ট্রাটেজীর দাবী এটাও ছিল যে, সেকুলার ও বামপন্থী দলগুলোকে দ্বিধা বিভক্ত রাখা বা তাদের দু একটাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নিরপেক্ষ করা। এ ব্যাপারে জামায়াতের কোন পলিসি ছিল না। এ ভাবে সার্বিক নির্বাচন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, উন্নত স্ট্রাটেজীর কারণে আওয়ামী লীগ তার শক্তির চেয়ে বেশী জনসমর্থন লাভ করেছে এবং প্রতিদ্বন্দ্বি শক্তি আনুপাতিক জনসমর্থন লাভে

www.pathagar.com

ব্যর্থ হয়েছে। জামায়াত চাতুর্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বির প্রোগ্রাম এবং নেতৃত্বের উপর আক্রমণ করতে পারে নি।

সেকুলার দলের তুলনায় যে কোন আদর্শবাদী দলের জনমত গঠনের ক্ষমতা সীমিত। সেকুলার দল যে প্লাটফরম এবং উপায় উপকরণের দ্বারা আদর্শবাদী আন্দোলনের পক্ষে জনমত গঠন করে সে প্লাটফরম এবং উপায় উপকরনের দ্বারা আদর্শবাদী আন্দোলনের পক্ষে জনমত গঠন করা সম্ভব নয়। সেকুলার দল নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য যে কোন উপায় উপকরণ ব্যবহার করতে পশ্চাদপদ হবে না। কারণ সেকুলার পন্থীগণ Ends Justify means থিওরিতে বিশ্বাসী। কিন্তু ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী দলগুলো এ ধরনের থিওরিতে বিশ্বাস করতে পারে না। তাদের কাছে 'Ends' এবং 'means' উভয়ই Pure বা খাটি হতে হবে। অবশ্য কেহ কেহ বলতে পারেন যে, অতীতে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিগণকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হলে যুদ্ধ করতে হত। বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে যুদ্ধ বিগ্রহ করতে হয় না। নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীনকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতার চাবিকাটি নিজেদের হাতে তুলে নেয়া যায়। তাই নির্বাচনী ক্ষেত্রকে যুদ্ধ ক্ষেত্রের সাথে তুলনা করা যেতে পারে এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেরূপ শত্রুকে ধোকা দেয়া যায় সেরূপ নির্বাচনী ক্ষেত্রেও ধোকা দেয়া যায়। এ ধরনের কলাকৌশল unlimited ভাবে ব্যবহার করা যাবে না। এ ব্যাপারেও নিয়মনীতি পালন করতে হবে। যুদ্ধের সময় শত্রুকে নবী (সঃ) তার স্ট্রাটেজী জানতে দিতেন না। যুদ্ধ ক্ষেত্র পূর্ব দিকে হলে তিনি শহর থেকে পশ্চিম দিকে বেরুতেন, যুদ্ধের ময়দানে না পৌছা পর্যন্ত কেহ বলতে পারত না তিনি কোন স্থানে যাচ্ছেন। শত্রু সৈন্যের অবস্থান, পরিস্থিতি এবং মনোবল জানবার জন্য তিনি গোয়েন্দা পাঠাতেন। যুদ্ধকালে বিভিন্ন গোত্র যাতে ঐক্যবদ্ধ না হতে পারে তার জন্য তিনি চেষ্টা করতেন। কিন্তু সত্যের বিপরীত কোন জিনিষ তাঁর পক্ষ থেকে কখনও প্রচারিত হয়নি।

নির্বাচনী ক্ষেত্রকে যুদ্ধ ক্ষেত্র জ্ঞান করে প্রতিদ্বন্দ্বিকে বিভ্রান্ত করার পলিসি গৃহীত হলেও এমন কোন বক্তব্য আদর্শবাদী দলের পক্ষ থেকে প্রচার করা যাবেনা যা মিথ্যা বা চরিত্র বিধ্বংসী বা সমাজের মানুষের বিবিধ স্বার্থের বিপরীত। অবশ্য পলিসি এবং পরিবেশ অনুসারে এ পলিসিকে কাজে লাগাতে হবে। সেকুলার দলগুলোর মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। যদি এ আশংকা করা যায় যে, কোন এক বিশেষ দল ক্ষমতাসীন হলে ইসলামী আইনের বিপরীত আইন রচনা

www.pathagar.com

করবে, কোরআন-হাদীসের ক্ষেত্রকে সীমিত করবে বা প্রতিশোধ-মূলক নীতি অবলম্বন করে নীরিহ মানুষকে হত্যা—ফাসাদ ফিল আরদ-করবে তা হলে উপরে আলোচিত প্রতিদ্বন্দ্বিকে বিভ্রান্ত করার নীতি পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাতে হবে। কারণ কোরআনের দৃষ্টিতে একজন মানুষকে না-হক হত্যা করা গোটা মানুষ জাতিকে হত্যা করার এবং একজন মানুষকে না-হক কতল থেকে রক্ষা করা গোটা মানুষ জাতিকে জীবন দান করার শামিল। এ পলিসিকে কার্যকরী করতে হলে নেতৃত্বের শুধুমাত্র রাজনৈতিক জ্ঞান বা শুধুমাত্র ইসলামী ডিপ্লো-মেসী এবং সমর নীতির জ্ঞান থাকলে চলবে না। বরং উভয়ের সমন্বয় থাকতে হবে। শরিয়তের সীমার মধ্য থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিকে ঘায়েল করার যাবতীয় উপায় উপকরণ ব্যবহার করতে হবে।

সেকুলার দল জনমত গঠনের ক্ষেত্রে কোনরূপ নৈতিক বাধা বাধকতা মানতে রাজী নয়। সেকুলার রাজনীতিবিদগণ নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য যে কোন মিথ্যাকে সত্য হিসেবে এবং অবাস্তব জিনিষকে বাস্তব হিসেবে পেশ করতে কুন্ঠাবোধ করেন না। যে কোন-ভাবে শত্রুকে ঘায়েল করা হল তাদের লক্ষ্য। সন্দেহ, বিদ্বেষ প্রভৃতি মারাত্মক সমাজ ব্যাধি অতি-তাড়াতাড়ি জন-সমাজে প্রচারিত হয়। জনতা সত্যতা যাচাই করার প্রয়োজনবোধ করে না। তারা জনগণের সমর্থন লাভ করার জন্য এমন সব উদ্ভট ওয়াদা করবে যা কখনও তারা বাস্তবে পূরণ করতে পারবে না এবং পূরণ করার সময় আসলে তার বিপরীত বলবে। যেমন কোন এক দেশে চাউল প্রতি সের ৫ টাকা। আন্তর্জাতিক মূল্যমানের দিক থেকে বিবেচনা করলে তা হয়ত ১০ ভাগ বেশী হতে পারে। কিন্তু সেকুলার রাজনীতিবিদগণ সাধারণ মানুষের বাহবা কুড়াবার জন্য প্রচার করবে যে তারা ক্ষমতাসীন হলে প্রতি সের চাউল এক টাকা মূল্যে সরবরাহ করবে। এ ধরনের উদ্ভট ওয়াদা যা কখনও বাস্তবায়িত হবে না তা জনগণের কাছে খুব প্রিয়। সমস্যা জর্জরিত মানুষ বাস্তবে কিছু না পেলেও আশার অবলম্বন নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। আলাদীনের প্রদীপ দিয়ে হলেও তাদের সমস্যা সমাধান হোক তা তারা কামনা করে। আদর্শবাদী দল বা তার নেতৃবর্গ এমন কোন অসত্য ও অবাস্তব প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না যা তাঁরা কখনও বাস্তবায়িত করতে পারবেন না। সমস্যা ভিত্তিক আন্দোলনকারীগণ বা সেকুলার দল গুলো জনমত গঠন করার জন্য যে প্লাটফরম ব্যবহার করে থাকেন সে প্লাট ফরম ব্যবহার করে আদর্শবাদী আন্দোলন কখনও সেকুলার আন্দোলনকে পরাজিত করতে পারবে না।

www.pathagar.com

জনমতকে উত্তেজিত করা সেকুলার দলগুলোর পরিকল্পনার অপরিহার্য অংগ। তাই কোন সমস্যার সৃষ্টি হলে তার সমাধান তারা পেশ করবে না, বরং সমস্যা যাতে সমাধান না হয় এবং জনগণ যাতে ক্ষিপ্ত হয় তা তারা চাইবে। শুধু তাই নয়, প্রত্যেক সমস্যার জন্য কোন না কোন দল বা ব্যক্তির উপর দোষারোপ করার চেষ্টা করবে। উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে জনমতকে নিজের দিকে নিয়ে আসার কোশেশ করবে।

প্রতিদ্বন্দ্বি নেতৃত্বের 'ইমেজ ও কারেকটার' হত্যা করা হল সেকুলার স্ট্রাটেজির অন্যতম লক্ষ্য। নেতৃত্বকে জনগণের নিকট হেয় করার জন্য নেতার নামের বিকৃতি, আপত্তিকর বিশেষনে নেতাকে বিশেষিত করা এবং তার নামে এমনভাবে কুৎসা রটনা করা যাতে জনগণ নেতার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। যেমন, সাধারণ মানুষকে শোষণ করে নেতা লাখ লাখ টাকা থলিতে পুরেছেন. দেশের টাকা বিদেশে পাচার করেছেন বা সুইস ব্যাংকে এক কোটি টাকা জমা করেছেন ইত্যাদি। নেতা আদর্শবাদী আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলে সেকুলার দল নেতার বিরুদ্ধে দুধরণের প্রচারনা করে। এক, সাধারণের কাছে বলে, এ ধরণের নেতা রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অধিকারী নন। অধিকন্তু তিনি বা তাঁর দল ক্ষমতাসীন হলে ধর্মীয় উন্মাদনার সৃষ্টি হবে, দেশের শান্তি-সংহতি বিনষ্ট হবে ইত্যাদি। ধর্মপ্রাণ জনগণের কাছে তারা বলে, ইসলামের মত মহান এক জিনিষকে নেতা রাজনীতির পংকিলতায় টেনে নিয়ে এসেছেন। অধিকন্তু, নেতার ইসলামী চরিত্র নেই। তার মেয়ে ক্লাবে ঘুরে বেড়ায়। সিনেমা হাউসে অহরহ দেখা যায়। হয়ত খবর নিলে দেখা যাবে যে, যে নেতার মেয়ের কথা বলা হয়েছে সে নেতার আদৌ কোন মেয়ে সন্তান নেই। কিন্তু জনগণকে জোর করে বিশ্বাস করানো হল যে, তাদের ইসলামী নেতার ইসলামী চরিত্র নেই।

এখন দেখা যাচ্ছে, সেকুলার পন্থীদের কলাকৌশল, স্ট্রাটেজী, প্লাটফরম, উপায়-উপকরণ প্রভৃতি তাদের পক্ষে জনমত গঠন করার জন্য যত মূল্যবান এবং উপযোগী বিবেচিত হোক না কেন আদর্শবাদী আন্দোলনের জন্য সেগুলো সহায়ক নয়। তাদের মূল লক্ষ্য হল প্রতিপক্ষকে মারাত্মকভাবে ঘায়েল করে নিজেদের রাস্তা তৈয়ার করে সামনে চলা এবং এভাবে তথাকথিত গণতান্ত্রিক পরিবেশে আদর্শবাদী আন্দোলন বার বার মার খাচ্ছে, কখনও মাথা উচু করতে পারছেনা। অথচ আল-কোরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন ঃ

www.pathagar.com

يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره -

"তারা চায় আল্লাহর নূরকে মুখের ফুৎকার দিয়ে নিভিয়ে দিতে অথচ আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণতা দান করবেন।" আল্লাহর নূর অর্থে ইসলামের যাবতীয় বিধান, গোটা জীবন ব্যবস্থা।

জনসভা, পথ সভা, শোভাযাত্রা প্রভৃতি ক্ষণিকের উত্তেজনা সৃষ্টিকারী জিনিষ। নির্বাচনকে উপলক্ষ করে যখন এগুলো অনুষ্ঠিত হয় তখন তার প্রভাব আরও ক্ষণস্থায়ী থাকে। এসব ক্ষনিকের উত্তেজনা সৃষ্টিকারী প্লাটফরমকে জনমত গঠন করার জন্য সেকুলার দলগুলো ব্যবহার করে থাকলেও আদর্শবাদী আন্দোলন যে তা কার্যকরীভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম নয় সে কথা উপরে আলোচনা করা হয়েছে। এ ধরণের প্লাটফরমের দ্বারা লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যাবে না। এ ধারণা নিজের মনে রেখে সেকুলার দল গুলোর প্রধান প্লাটফরমকে সীমিতভাবে ব্যবহার করতে হবে। নেতার ইমেজ বাঁচিয়ে রাখবার জন্য এ ধরণের প্লাটফরম ব্যবহার করা যেতে পারে। নির্বাচনী অভিযানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহ নির্বাচনী অভিযান শুরু হওয়ার পূর্বে প্রকাশিত করা যাবে না। কারণ, তাতে প্রতিপক্ষ পাল্টা স্ট্রাটেজী নির্ধারণ করার সময় পেয়ে যাবে।

আদর্শবাদী আন্দোলন পুকুরের আবদ্ধ পানি নয় যা সহজে পঙ্কিল করা যায়। বরং, তা এমন এক গতিশীল স্রোতের ধারা যাকে কলুষিত করা যায় না এবং বাধাও দেয়া যায় না। যারা তার গতিরোধ করতে চায় তারা মস্ত ভুল করে। তারা ভুলে যায় যে, বাধাপ্রাপ্ত গতিশীল স্রোত নতুন পথে প্রবাহিত হয়। সেকুলার দল জনমত গঠনের মাধ্যমে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করে সম্মুখে অগ্রসর হয়। কিন্তু আদর্শবাদী আন্দোলনের শক্তি জনমত গঠনের সেকুলার পদ্ধতিতে কখনও বৃদ্ধি পায় না। তাই তথাকথিত পদ্ধতিতে জনমত গঠন করার পূর্বে আদর্শবাদী আন্দোলন নিজের শক্তি বৃদ্ধি করার কাজে আত্মনিয়োগ করে। এ শক্তি বৃদ্ধির কাজ খুব মৌলিক এবং তার পদ্ধতিও খুব সুনির্দ্ধারিত। শেষ নবী মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) যে পদ্ধতিতে আদর্শের দাওয়াত পেশ করেছেন সে পদ্ধতিতে আদর্শবাদী আন্দোলন দাওয়াত পেশ করবে এবং যে টেকনিকের দ্বারা তিনি সাফল্য লাভ করেছেন আদর্শবাদী দল সে টেকনিক অবলম্বন করে শক্তি ও সাফল্য অর্জন করবে। যেহেতু আদর্শবাদী আন্দোলন জনগণের কাছে যে দাওয়াত পেশ করে তা কোন হাল্কা আবেগ প্রসূত বস্তু নয়

www.pathagar.com

www.pathagar.com

তাই জনসভার হাল্কা প্লাটফরম থেকে তা সাফল্যজনকভাবে পেশ করা যাবে না। অবশ্য নবী (সঃ) তাঁর দাওয়াতের সূচনাকালে সাফা পাহাড়ে আরোহন করে মক্কাবাসীদের যে সমাবেশে ভাষণ দিয়েছিলেন তাকে আধুনিককালের পরিভাষায় জনসভা বলা যেতে পারে। কিন্তু যে জনসমাবেশে নবী (সঃ) তাঁর নবুয়াতের ঘোষণা করেছিলেন সে জনসমাবেশে তিনি তাঁর দাওয়াতের রূপরেখা বিশ্লেষণ করেননি বা পরবর্তীকালে তিনি নবুয়াতের তরিকামতে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা (খেলাফত আলা মিনহাজাতুন নবুয়াত) কায়েম করলেন তার কোন প্রস্তাব সেখানে তিনি রাখেননি।

কারণ, আদর্শকে উপলব্ধি করার জন্য যে মন ও মানষিকতার প্রয়োজন হয় তা সাফা পাহাড়ের সে সভায় যোগদানকারীদের ছিল না। অধিকন্তু, মক্কার রাষ্ট্রীয় শক্তির পক্ষ থেকে আবুলাহাব এবং তার সঙ্গী-সাথীগণ নবী (সঃ) এর সাথে এমন আচরণ করল যা বর্তমান-কালে আদর্শবাদী আন্দোলনের জনসভায় এ যুগের আবুলাহাবরা করে থাকে। যেরূপ যুদ্ধের ময়দানে উত্তম বাহন এবং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নবী (সঃ) শত্রুদের মোকাবেলা করতেন সেরূপ দ্বীনের প্রচারের ক্ষেত্রে যে টেকনিক তিনি অবলম্বন করতেন তা ছিল অভূত-পূর্ব। মাঝে মাঝে তিনি জনসভায় ভাষণ দিয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তি মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনার কাছে আকর্ষণীয় করে দাওয়াত পেশ করেছেন। প্রকাশ্যে, গোপনে, ঘরে-ঘরে, নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতি নির্বিশেষে তিনি তাঁর দাওয়াত পেশ করেছেন। কখনও ভোজসভার আয়োজন করেছেন আবার কখনও হজ্ব ক্যাম্পে গমন করে হাজীদের কাছে বক্তব্য পেশ করেছেন। মক্কা ও মদীনা তথা গোটা দেশের প্রত্যেক গোত্রের কাছে লোক প্রেরণ করেছেন তাঁর দাওয়াত পেশ করার জন্য। তিনি মক্কার অদূরবর্তী শহর তায়েফে গমন করে শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে দাওয়াত পেশ করেছেন। মোটকথা এভাবে তিনি গোটা জাতির প্রত্যেক গোত্র, প্রত্যেক গোত্রের প্রত্যেক ঘর এবং প্রত্যেক ঘরের প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে আদর্শের পয়গাম পেশ করেছেন। অতঃপর যখন বিদায় হজ্বের দিন এল এবং মহা-জনসভা অনুষ্ঠিত হল তখন গোটা জাতি নবী (সঃ) এর পক্ষে রায় দিল। তিনি প্রশ্ন করলেনঃ হে জনতা আমি কি পয়গাম পৌছিয়ে দিয়েছি? জনতা জবাব দিলঃ হাঁ 'আপনি পৌছিয়ে দিয়েছেন।' তেইশ বছরের অবিরাম সাধনার ফলে যে জনমত গঠিত

হল তা অন্যখাতে কখনও প্রবাহিত হল না। বরং এক অঞ্চল থেকে অপর অঞ্চলে এক জনপদ থেকে অপর জনপদে এবং এক দেশ থেকে অপর দেশে দাবানলের মত সম্প্রসারিত হল। কোরআন নবী (সঃ) এর নিরলস প্রচেষ্টার সাফল্যকে এভাবে ঘোষণা করেছে ঃ

اذا جاء نصر الله والفتح - ورايت الناس يدخلون

فى دين الله افواجا

"যখন আল্লাহর সাহায্য ও জয়লাভ এল এবং তুমি দেখতে পেলে লোকজন দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে।"

যদি প্রত্যেক ঘরে ঘরে নবী (সঃ) দাওয়াত না পেঁাছাতেন তাহলে এ ধরনের অক্ষয় ও অমর জনমত কখনও গঠিত হত না এবং তিনি বিদায় হজের সমাবেশে এ প্রশ্নও করতে পারতেন না যে, আমি কি প্রভুর বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছি ?

নবীর (সঃ) জনমত গঠনের পদ্ধতি যেরূপ বিজ্ঞানসম্মত ছিল তাঁর উপায় উপকরণও ছিল খাটি। তিনি কখনও সেকুলারিষ্টদের উপায় উপকরণ ব্যবহার করেননি। আজ যেভাবে আমাদের সমাজে অত্যাচারীর 'খড়গ কৃপান' দুর্বলের বুক বিদীর্ণ করছে, শাসক বনিক ধনী শ্রেণীর শোষণে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিসহ ঠিক সেভাবে তৎকালীন আরব দেশের আকাশ বাতাস মজলুমের আশু ফরিয়াদে ভরপুর ছিল। কিন্তু নবী (সঃ) কোন সমস্যাভিত্তিক প্রোগ্রাম পেশ করেননি। তিনি কখনও এ কথা বলেননি যে আবুলাহাব আবু সুফিয়ানের দলকে নির্মূল করে সাধারণ মানুষকে বাঁচাতে হবে। তিনি পাপীকে ঘৃনা করতেন না বরং তার পাপকে ঘৃনা করতেন। তিনি শোষককে নয় তার শোষণকে ঘৃনা করতেন। সমাজব্যধির মূলোৎপাটনে তাঁর ভূমিকা ছিল একজন সহৃদয় চিকিৎসকের ন্যায়।

নবীর (সঃ) সময়ে আরবের কোন কোন এলাকা রোমানদের অধীন ছিল। আবার কোন কোন এলাকায় পারস্য সাম্রাজ্যের প্রভাব ছিল। কিন্তু তিনি সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করার কর্মসূচী সামনে রেখে তাঁর শক্তি সঞ্চয় করেননি বা তাঁর জাতিকে পারস্য ও রোমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেননি। তিনি বার বার বিভিন্নভাবে এককথা এক

www.pathagar.com

পয়গাম পেশ করেছেন। তিনি মানুষ জাতিকে সব দাসত্ব ত্যাগ করে এক প্রভুর দাসত্ব কবুল করতে আহবান করেছেন। এক প্রভুর দাসত্ব এখতিয়ার করার মধ্যে ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ যে রয়েছে তা তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন। তিনি শাসক ও শাসিত, শোষক ও শোষিত, জালিম ও মজলুম, রাজা ও তার প্রজাকে এক আল্লাহর হুকুমের অধীন করার জন্য আহবান করেছেন। তিনি আরবদের কাছে যে বাণী পেশ করেছিলেন ঠিক সে বাণীই তাঁর দেশ দখলকারী রোমান ও ইরানীদের কাছে পেশ করেছিলেন। তাঁর যুদ্ধ, শান্তি, ঘৃণা এবং মহব্বতের এক মাপকাঠি অর্থাৎ আল্লাহর দাসত্ব বর্জন ও কবুলের উপর নির্ভরশীল ছিল।

কোরআন শরীফে বর্ণিত যাবতীয় হুকুম আহকাম কয়েক পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে। তা হলে কেন এত বিরাট কিতাব আল্লাহ নাজিল করলেন? দেশ, জাতি, সমাজ, ইহকাল-পরকাল সম্পর্কে জনমনে যে প্রশ্ন, সংশয় ও ঔৎসক্যের সৃষ্টি হয়েছিল তার পর্যালোচনা করা হয়েছে। মক্কাবাসীদের পক্ষ থেকে যখন কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে তখন তার জবাব নৈতিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রদান করা হয়েছে। হঠকারিতার জবাব হঠকারিতার দ্বারা দেয়া হয় নি, নিন্দা ও গীবতের জবাব নিন্দা ও গীবতের দ্বারা দেয়া হয়নি। বরং সেকুলারিষ্ট এবং অবিশ্বাসীদের পক্ষ থেকে যখন কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে বা কোন সমস্যা সৃষ্টি করা হয়েছে তখন কোরআন আদর্শের দৃষ্টিকোণ থেকে তার বিচার বিশ্লেষণ করেছে। বর্তমান কালে যে ভাবে আদর্শবাদী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের বুদ্ধি বিবেচনা যোগ্যতা এবং তাদের প্রোগ্রাম সম্পর্কে হাসি ঠাট্টা করা হয় অনুরূপভাবে অতীতে আম্বীয়া কেরামকে হাসি ঠাট্টা করা হয়েছে। নবী মোহাম্মদ (দঃ) কে যখন তাঁর দেশবাসী হাসি ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করল তখন আল্লাহ তাদের জবাব ঐতিহাসিক ঘটনার দ্বারা দিলেন। আল্লাহ বলেন ঃ

يحسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الا كانوا به
يستهزءون -

www.pathagar.com

"আফসোস এমন কোন নবী আসেননি যার সাথে হাসি ঠাট্টা করা হয়নি।"

আজ যেভাবে কোরআন হাদীসের আইনকে সমাজ জীবনে প্রচলন কারীদের 'ইমেজ' নষ্ট করার জন্য বিভিন্নভাবে কোষেশ করা হয় অতীতে সেভাবে আম্বীয়া কেরামের 'ইমেজ' নষ্ট করার চিন্তা করা হয়েছে। নবী (সঃ) এর ব্যক্তিত্বের উপর মক্কাবাসীগণ যখন বিভিন্ন ভাবে আঘাত হানবার চেষ্টা করল তখন আল্লাহ তার নবীকে সান্তনা দানের মাধ্যমে কাফেরদেরকে সাবধান করে দিলেন ঃ

فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون -

"তাদের কথাবর্তা যেন তোমাকে ব্যথিত না করে। আমি অবশ্যই অবগত রয়েছি তারা যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে।"

নবী (দঃ) এর দাওয়াত অস্বীকার কারীগণ যে খুব নিম্ন মানষিকতার অধিকারী তা কোরআন সুস্পষ্টভাবে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বিবৃত করেছে ঃ

وقال الذين كفروا للذين امنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلل مبين -

"অবিশ্বাসীগণ বিশ্বাসীদেরকে বলে ঃ আমরা কি তাদেরকে খাদ্য দান করব যাদেরকে আল্লাহ চাইলে খাদ্য দান করতে পারতেন ? নিশ্চয় তোমরা সুস্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে।"

এভাবে আলোচনা সমালোচনা এবং পর্যালোচনার মাধ্যমে ইসলামী জনমত গঠিত হয়েছে এবং বর্তমান কালেও এ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির দ্বারা ইসলামী জনমত গঠিত হবে। সেকুলারিষ্টগণ জনতাকে সর্বদা শত সহস্র সমস্যার দিকে নিয়ে যেতে চাইবে এবং আদর্শবাদীদের

www.pathagar.com

উচিত হবে প্রত্যেক সমস্যাকে যথাসম্ভব আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে জনমতকে সঠিক পথে পরিচালিত করা। নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাত সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখা সহজ কিন্তু ইসলামের দৃষ্টি-কোণ থেকে 'সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যাধি'র পর্যালোচনা করা, সামাজিক সমস্যার ইসলামী সমাধান জনগণের সামনে বিজ্ঞান সম্মত পন্থায় পেশ করা কঠিন কাজ। কাল বিজয়ী প্রতিভা না হলে তা কোন এক ব্যক্তির দ্বারা করা সম্ভব নাও হতে পারে। একাধিক ব্যক্তির নিরলস প্রচেষ্টা বা আদর্শবাদী আন্দোলনের গবেষণা বিভাগের দ্বারা এ কাজ সমাধান করা যেতে পারে।

www.pathagar.com